অদ্ভুত পরিচালিত

ছদ্মবেশী

চলচ্চিত্র ভারতীর
নিবেদন

ছদ্মবেশী

কাহিনী : **উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : **শিবনারায়ণ দত্ত, বিভূতি লাহা**

পরিচালনা : **অগ্রদূত**

সংগীত : **সুধীন দাশগুপ্ত**

চিত্রনাট্য : সুবীর হাজরা

চলচ্চিত্রায়ণে : বিভূতি লাহা, বৈদ্যনাথ বসাক

শব্দানুলেখনে : অতুল চট্টোপাধ্যায়

সংগীতগ্রহণে : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই, বনশালী (বম্বে)

শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ ও পুনর্যোজিত

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্পনির্দ্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা : রমেশ সেনগুপ্ত

রূপসজ্জা : বসির আমেদ

প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র

গীতরচনা : সুধীন দাশগুপ্ত, ভাস্কর রায়
পতিত পাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্যকণ্ঠে : আশা ভোঁসলে, মান্না দে
অনুপ ঘোষাল

স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ

পরিচয়পত্রলিখন : দিগেন ষ্টুডিও, সিদ্ধার্থ দত্ত

প্রচার-কার্য্যে : নির্মল রায়. এস, কে, পাবলিসিটি ॥ শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে "ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজে-এ পরিস্ফুটিত এবং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি (প্রাঃ) লিঃ ষ্টুডিওতে গৃহীত ॥

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

: সহযোগীতায় :

পরিচালনায় : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরেন মল্লিক, গণি কুরেশী, ভোলানাথ রায়, সুবোধ দত্ত
সংগীত পরিচালনায় : পরিমল দাশগুপ্ত, অশোক রায় ॥ চিত্রনাট্য : মহেন্দ্র চক্রবর্তী (এ্যাঃ) সম্পাদনায় : রমেশ ঘোষ ॥ চলচ্চিত্রায়ণে : গোপীনাথ রায়, ভোলা নায়েক, বলদেও রায় শব্দানুলেখনে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর ॥ ব্যবস্থাপনায় : হুনীল দাস, রমেশ অধিকারী, কানাই পাল, সরোজ নন্দী ॥ দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, চণ্ডীচরণ ভড় ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, কার্তিক লেঙ্কা, বিশ্বনাথ দাস ॥ আলোক-নিয়ন্ত্রণে : শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত, হরিপদ হাইত, গুণনিধি লেস্কা, জগু সিং, হটো জানা।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত (নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া পত্রিকা, এলাহাবাদ) ডাঃ শ্রীমতি মায়া দাশগুপ্ত, শ্রীঅনিল দাস (অমৃত বাজার পত্রিকা, নিউ দিল্লী) মিঃ পি, এন. কোহ্‌লী, নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া রেলওয়েজ।

বিশ্ব-পরিবেশনা : সীমা ফিল্মস্

: শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তম কুমার, মাধবী চক্রবর্তী

অন্যান্য ভূমিকায় : বিকাশ রায়, অনুভা ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণ কুমার, শমিতা বিশ্বাস, জহর রায়, অশোক মিত্র, বঙ্কিম ঘোষ, অজয় ব্যানার্জী

কাহিনী

উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক অবনীশ মিত্র এডিনবরা থেকে ফিরেই বিয়ে করলেন হরিপদ দত্তের ছোট বোন সুলেখাকে। বিয়ের উৎসবে অনুপস্থিত ছিলেন সুলেখার বড় বোন লাবণ্য ও ভগ্নিপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার প্রশান্ত ঘোষ—প্রশান্তরই কাজের চাপে। এখন লাবণ্যদের ভীষণ ইচ্ছা অবনীশ-সুলেখা তাদের মধুচন্দ্রিমাটা এলাহাবাদে কাটিয়ে দেয়। যে সময়ে এলাহাবাদ থেকে এই আমন্ত্রণের চিঠি আসে, হরিপদবাবুও সেই সময়ে প্রশান্তর কাছ থেকে আর একটা চিঠি পান একটি বাঙালী ড্রাইভার পাঠানোর জন্যে। বিশেষ এক খেয়ালের বশে অবনীশ-সুলেখাকে একা পাঠালো—তাকে বলেদিলো যে সে দিল্লীতে একটা কাজসেরে প্রশান্তর ওখানে যাবে। হরিপদবাবু গৌরহরিরূপী তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে প্রশান্তর বাড়ী পাঠালো ড্রাইভার হিসাবে। কথা রইল পরে সুলেখা একা গিয়ে জানাবে অবনীশ দিল্লীতে কাজ সেরে আসবে কদিন পরে।

গৌরহরির কাজে প্রশান্তরা খুব খুশী। কিন্তু তারপরই গৌরহরি সুরু করল চরম অস্বস্তিকর সব প্রশ্ন ইত্যাদি করে প্রশান্ত-লাবণ্যকে সদাসর্বদা অপ্রস্তুত করার খেলা। বেচারারা নাজেহাল হয়ে উঠলেন।

সুলেখা এলাহাবাদ এল একলা। সুলেখাকে গৌরহরির পাশে বসে গাড়ী চড়তে দেখা যায়, ওরা নাকি গোপনে দেখা-সাক্ষাৎও করে। ফলে অবস্থা আরও সঙ্গিন হল; একদিন গভীর রাত্রে তো গৌরহরি প্রায় ধরাই পড়ে যাচ্ছিল প্রশান্তর কাছে! সুলেখার ঘরে পোড়া সিগারেট, জানলার ছিটকিনিতে সুতা বেঁধে সঙ্কেত পাঠানোর ব্যবস্থা! ক্রমে প্রশান্ত-লাবণ্যের কাছে ব্যাপারটা প্রায় অশ্লীল রকমের জটিল করে তুলল গৌরহরি আর সুলেখা। এলাহাবাদে কর্মরত অবনীশের বন্ধু বিনয় সেন বন্ধুকে সহযোগীতা করল স্ত্রী ললিতা ও উদ্ভিদ বিদ্যার ছাত্রী বোন বসুধার অগোচরে।

সুলেখা ও গৌরহরি হঠাৎ গৃহত্যাগ করল। দিদির কাছে চিঠিতে সুলেখা জানিয়ে গেল গৌরহরি সমন্ধে তার দুর্বলতার কথা। মাথায় বজ্রাঘাত হওয়ার অবস্থা প্রশান্ত-লাবণ্যর। হরিপদ অবনীশকে নিয়ে এলাহাবাদ পৌছাতেই ব্যাপারটা চরমে উঠল।

অবনীশেরই এক বন্ধু পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক সুবিমলকে অবনীশ সাজিয়ে নিয়ে এলাহাবাদে এলেন হরিপদবাবু। সুলেখার চলে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে স্টেশনেই একটা বানানো অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে নকল অবনীশ প্রশান্ত বাবুর বাড়ীতে থাকাটা এড়িয়ে গিয়ে উঠলো বিনয়ের বাড়ী। বসুধা 'বটানি' পড়তে এল নকল অবনীশের কাছে। পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক সুবিমল বেচারা পড়ল ফাঁপরে; এই বুঝি ভরাডুবি হয়। পঞ্চশরের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা হল;—পড়ার টেবিলে বসে বটানি আলোচনার আর সুযোগ পাওয়া গেলনা; খসরুবাগের নির্জনে মন দেওয়া নেওয়া সারতে গেল ওরা। সব কথা স্বীকার করে বসুধার কাছে গোপনীয়তা রক্ষার আশ্বাস নিয়ে ওর হাতে নিজের 'S' লেখা আংটি পরিয়ে দিল সুবিমল।

এতরফে যেমন বসুধা যোগ হল তেমনি ওদের হাসির শিকার হয়ে উঠল লতিকাও। সে বেচারা প্রশান্ত লাবণ্যকে গিয়ে জানাল—অবনীশ বসুধার অবৈধ মেলামেশার কথা। সুবিমল বসুধার খবরটা কানপুরের হোটেলে মধুচন্দ্রিমায়-রত গৌরহরি সুলেখাও জানল বিনয়ের চিঠি থেকে।

বিনয়েরই ব্যবস্থাপনায় আশীর্বাদের দিনস্থির করে এদিকে বসুধাকে বিয়ের প্রস্তাব করল নকল অবনীশ বেশী সুবিমল আর অন্যদিকে প্রশান্তর মুন্সি মথুরাজী কানপুর থেকে ধরে নিয়ে এল সুলেখা আর গৌরহরি ড্রাইভারকে—ঠিক সুবিমল বসুধার আশীর্বাদের ক্ষণটিতেই।

কিন্তু আসল অবনীশ এখন কোথায়? সেই প্রশ্নের উত্তর রূপালী পর্দার উপর।

সংগীত

(১)

আমি কোন পথে যে চলি কোন কথা যে বলি
তোমায় সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই মনের
চোরা গলি ॥
সেই গলিতেই ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে দেখি
বন্ধু সেজে বিপদ আমার দাঁড়িয়ে আছে একি
(উঃ) ভয়েরই পাঁঠাতে হলে গেলাম পাঁঠাবলী ॥
এখন আমি লেংচে মরি ওরে বাবা লেংচে মরি
পালিয়ে যাবার রাস্তা ধরি
হয়তো মনের জানলা খুলে তুমিও ছিলে বসে
ভেস্তে গেল সুন্দরীগো সবই কপাল দোষে
করেছি কি ভুল নিজেই নিজের দুকান মলি ॥

(২)

আমার দিন কাটেনা আমার রাত কাটেনা
স্মৃতিগুলো কিছুতেই পিছু হাঁটে না ॥
যে আলো ছড়ালো এই দুটী চোখে
সে কেন এলোনা তারই আলোকে
তাকে না আর দেখে মন ওঠে না ॥
কি করি কি করি এ প্রেম কোথায় যে রাখি
আসবে কখন সেই দুরন্ত পাখী
সে এসে দাঁড়াবে সেই কথা বলে
সে কথা তখনই তারই বলা চলে
সে না এলে মনে ফুল ফোটে না ॥

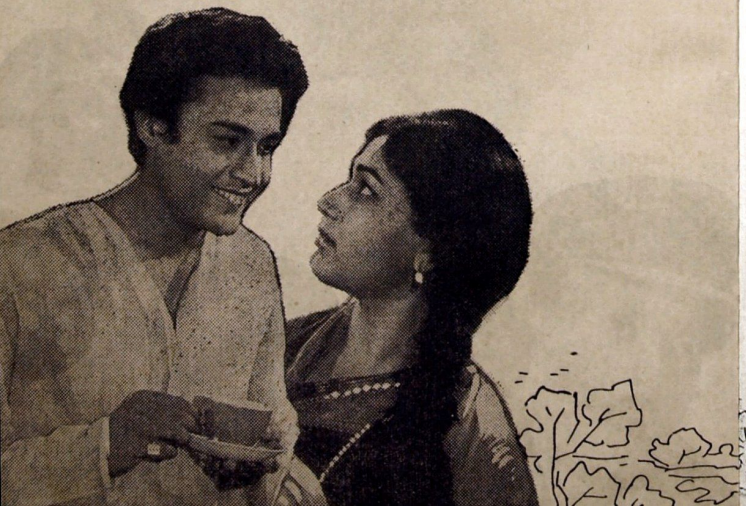

(৩)

আরো দূরে চলো যাই ঘুরে আসি
মন নিয়ে কাছাকাছি তুমি আছ আমি আছি
পাশাপাশি ঘুরে আসি ॥
পায়ে পায়ে পথ চলা সেই কথা হোক বলা
সেই ধ্বনি যেন শুনি ভালবাসি ভালবাসি ॥
রেখেছি এ হাত ধরে এক হয়ে অন্তরে
সব শেষে তাই এসে ঝরে হাসি—ঝরে হাসি ॥

(৪)

আরে ছো ছো ছো ছো ক্যা সরম কী বাত্
ভদ্দর ঘরকা লড়কী ভাগে ডেরাইভারকা সাথ্
মোটর গাড়ী হাঁকতে এসে প্রেম জমালো অন্দর ঘুসে
পরের মেয়ে বাহার করে করলো বাজী মাত্ ॥
যাহাঁ ছোকরা ছুকড়ী লড়কা লড়কী প্রেমসে বাঁধে দানা
কৌন ভাগেগা কিসিকা সাথ কুছু না যায় জানা
প্রেমসে কানা কুছু না দেখনা সমাজ ধরম্ ঔর জাত ॥
বাঁশি ফুঁকে কিসন কালো ঘর ছোড়ে তার মামী
গানা গায়ে চণ্ডীদাস ম'জে গেল রামী ।
ডেরাইভার এসে হরণ ফুঁকলো বাবুর শালী
পেলিয়ে গেলো
এখন হামি দুটী হিল্লী দিল্লী ইয়ে ক্যা ঝন্‌ঝাট

(৫)

বাঁচাও কে আছ মরেছি যে প্রেম করে
রাগ কোরোনা আমি আসবো না
আমি আসবো না ভাল বাসবো না
আগেই মরেছি আর মেরোনা, মেরোনা মেরোনা, না, না ॥
পালাবো বিদেশে আবার ডাকে যে সেই বিদেশিনী
নেচে নেচে বেড়াবো আর হবে সে নৃত্য সঙ্গিনী
ওপারে মেয়ে আছে পথ চেয়ে সেথায় কি পাবোনা ॥
আর বেশী এগিয়োনা, বিপদে পড়োনা,
আমি যে সেই মেক্সিকোরই বিজয়ী বীর
ডেকোনা আর আমায় এখন তুমি তো সেই উদাসিনী
চলে যাব তাদের কাছে যত সুন্দরীদের চিনি
ভালবেসে কাছে এসে তারা কি নেবে না ॥

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী চিত্রোপহার !

॥ মুক্তি আসন্ন ॥

সীমা ফিল্মস্, ৩, সাকুলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।